বানিজ্যিক ভিত্তিতে বাঁশ চাষ

বাঁশ চাষ ব্যবসা

ভথমিকা ঃ

বাঁশ একটি অর্থকরী এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য। বলতে গেলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সাথে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কি গ্রামে কি শহরে কোনখানেই বাঁশের প্রয়োজনীয়তা মোটেই কম নয়। সারা দেশে বাঁশ চাষ এবং ব্যবসার সাথে অনেক মানুষ জড়িত। তবে বাঁশের উৎপাদন প্রধাণতঃ পার্বত্য জেলাগুলিতে এবং গ্রামাঞ্চলে বেশী হয়। বর্তমানে মোট বাঁশ উৎপাদনের ৮০ ভাগ উৎপাদিত হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন বাঁশ ঝাড়গুলিতে।

বাংলাদেশের প্রধানত: নিম্নোক্ত প্রকারের বাঁশ উৎপাদন হয়।যেমন:

১. মৃত্তিকা বাঁশ
২. বরাক বাঁশ
৩. মুলি বাঁশ
৪. তল্লা বাঁশ

ব্যবসায়িক সুবিধাঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ধ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের আবাসান এবং অন্যান্য প্রয়োজন যার অনেকগুলির সাথেই বাঁশের ব্যবহার জড়িত। বাঁশের উৎপাদন কিন্তু আনুপাতিক হারে বাড়ছে না বরং প্রতিনিয়তই কমছে। বিশাল বনভথমি যা ছিল বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের উৎস তা ক্রমান্বয়েই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চলের

এবং সিলেটের প্রচুর বাঁশ-ভথমি নতুন নতুন কৃষি জমি সৃষ্টি ও আবাসনের প্রয়োজনে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বর্তমানে দেশের বাঁশের প্রয়োজনের সম্পূর্ণ অংশ বাঁশ দিয়ে না মেঠাতে পারার কারণে তার একটা প্রভাব সার্বিকভাবে বনভথমির উপরেই পড়ছে যার ফলে বনভথমির পরিমানও কমে যাচেছ। এ প্রেক্ষিতে বানিজ্যিক ভিত্তিতে বাঁশ চাষ করলে নিম্মোক্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে এবং দেশ উপকৃত হবে।

১. বাঁশ চাষের ফলে বানিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত বাঁশ থেকে বাঁশের চাহিদা মেঠানো সম্ভব হবে।
২. বাঁশের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত হলে বাঁশ ভিত্তিক প্রচুর শিল্পের বিকাশ হবে।
৩. আবাসন ব্যয় কমে যাবে এবং নির্মান শিল্পের কাঁচামাল/উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিৎ হবে।
৪. যত্রতত্র প্লাষ্টিক সামগ্রীর উপর বিপুল নির্ভরশীলতা কমে যাবে এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ হবে।

৫. বাঁশ চাষ বানিজ্যিক ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করলে তার সাথে আরো অনেকগুলি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের ফলে সার্বিকভাবে ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসার উন্নতি হবে ও কর্মসংস্থান বাড়বে।

বাঁশ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

ক্রমিক নং উপকরণের নাম মূল্য আনুমানিক মন্তব্য
১. কোদাল ১১০.০০ যে কোন গ্রামীন বাজারে (থানা/গঞ্জ পর্যায়ে) উপকরণগুলো কিনতে পাওয়া যায়।
২. দা ৮০.০০
৩. ঝুড়ি ৫০.০০
৪. সাবল ১০০.০০
৫. কুড়াল ১৫০.০০

বাঁশ চাষের জমি প্রস্তুত প্রক্রিয়া ঃ

যে জমিতে বাঁশ চাষ করার জন্য কৃষক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছামুক্ত করে। বর্ষা মৌসুম আরম্ভ হবার ২/৩ মাস পূর্বে ঐ জমিতে শুধুমাত্র বাঁশের চারা বা কোড়ল স্থাপন বা লাগানোর জায়গাটি ২/৩ হাত গর্ত করে খুঁড়ে রাখা হয় এবং কিছু ছাই ও গোবরসার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ১ বিঘা জমিতে প্রায় ১৫ থেকে ২০টি গর্ত করা হয়। প্রতিটি গর্তে ১টি বাঁশের চারা লাগাতে হয়। প্রতিটি গর্তে প্রায় ৮/১০ কেজি গোবরসার প্রয়োগ করা হয়। তাই বিঘা প্রতি ৪/৫ মন গোবর সার চারা রোপনের পূর্বে গর্তে দিতে হয়। সাধারণত ১০/১২ হাত পরপর গর্ত করা হয়।

চারা রোপন ঃ জুন-জুলাই মাসে যখন প্রচুর বৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন রাঁশের চারা (কোড়ল) ঐ প্রস্তুতকৃত গর্তগুলিতে খাড়াভাবে লাগাতে হয়।

চারার আকৃতি ও ধরণঃ এক থেকে দুই বছর বয়সের বাঁশ চারা হিসাবে ব্যবহার হয়। ঐ বাঁশকে শিকড়সহ গর্ত করে উঠিয়ে ৩ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা করে কেটে একটা গর্তে একটা করে লাগাতে হয়।

বাঁশের বংশ বিস্তার ঃ রোপনকৃত চারাগুলির তেমন যতন নিতে হয় না। তবে গরু ছাগল যেন নষ্ট না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। পরে আর সার প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ চারাই বেঁচে যায়। ২-৩% নষ্ট হয় । ১-২ বৎসর পর আবার চার পাশ দিয়ে ১ থেকে ২টা চারা বের হয়। এমনিভাবে প্রতিটি চারার বয়স যখনই ১-২ বৎসর এমনিভাবে বাঁশ তার বংশ বিস্তার করতে থাকে। যে বাঁশের থোড় যত পুরাণ সেই থোড় বা ঝাড়ে বাঁশের সংখ্যাও ততো বেশী। প্রতি বছর ঙ্গ বছরের বয়সের বাঁশ কমপক্ষে দ্বিগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ২ বছরের বেশী বয়সের বাঁশ সাধারণত আর চারা বা কোড়ল দিতে পারে না। ঐগুলি তখন কাজের

উপযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২ থেকে ৫ বৎসর বয়সের বেশী বাঁশ ঝাড়ে না রেখে বিক্রি বা কাজে লাগানো হয়।

জমিতে একবার বাঁশ লাগানোর পর আর চারা লাগাতে হয় না। প্রতি বছর ১-২বছর বয়সী বাঁশ বেতের মত সংখ্যা বাড়াতে থাকে। বাঁশ ঝাড়ে বয়স যত বেশী হতে থাকে বাঁশের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে দ্বিগুনহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিঘা প্রতি বিনিয়োগ ঃ

চারা লাগে = ২০টি দ্ধ ১০০ = ২০০০ টাকা
জমি চাষ = ২চাষ দ্ধ ১০০ = ২০০ টাকা
শ্রমিক = ১০জন দ্ধ৫০ = ৫০০ টাকা
গোবর সার = ৫মন দ্ধ ৬০ = ৩০০ টাকা

বিঘা প্রতি উপার্জন (২০টি থোড়/ঝাড়ের হিসাব)

বছর সংখ্যা (বিক্রয়যোগ্য) একক মূল্য মোট মূল্য সাধারণত বিক্রি করা হয় মন্তব্য
১ম - চারা গাছকে
২য়
৩য়
৪র্থ ৪০ ৬০/- ২৪০/- ৬০০/=
৫ম ৮০ ৭০/- ৫৬০/- ১৪০০/=
৬ষ্ট ১৬০ ৬০/- ৯৬০/- ২৪০০/=
৭ম ৩২০ ৬০/- ১৯২০০/- ৫০০০/=
৮ম ৬৪০ ৬০/- ৩৮৪০০/- ১০০০০/=
৯ম ১২৮০ ৬০/- ৭৬৮০০/- ২০০০০/=
১০ম ২৫৬০ ৬০/- ১৫৩৬০০/- ৩৫০০০/=

একটি স্বাস্থ্যবান সুব্যবস্থাধীন বাঁশ ২৫ বৎসর ধরে ফলন দিতে

পারে। ১০ বৎসরের মধ্যে বাঁশঝাড়ে নতুন করে ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

বাজার তথ্য ঃ সাধারণত গ্রামীণ স্থানীয় বাজারেই বাঁশ বিক্রি হয়ে। থাকে। তবে অধিকাংশ সময় বাহির থেকে লোক গিয়ে বাড়ী থেকেই ক্রয় করে নিয়ে আসে। উচ্চ মূল্য পাবার জন্য কৃষকগণ মাঝে মাঝে বাজারেও বিক্রি করে থাকে। সহানীয়ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী ও পাকাবাড়ী তৈরী ও ছাদ ঢালাই এর কাজে প্রচুর বাঁশ ব্যবহার হয়ে থাকে।তা ছাড়া গৃহস্থালী কাজে যেমন মাছ ধরার যন্ত্র, শস্য রাখা, পরিবহনের সামগ্রী বাঁশ দিয়ে তৈরী হয়।

অন্যান্য তথ্য ঃ বাঁশ একটি ভিন্ন ধমর্ীয় গাছ। বাড়ীর আশপাশে পতিত জমিতে এই বাঁশ গাছ বেশ হয়ে থাকে। যে জমিতে গরু ছাগল কিংবা মানুষের আক্রমন হয় সেখানে এই বাঁশ লাগানো হয়। কারণ জ্জ বৎসর সামান্য যত্ন নিলে পরবত্তর্ীতে

আর তেমন যন্ত নিতে হয় না। বৎসরে একবার বিঘা প্রতি ৩০০/৪০০ খরচ করে কিছু ছাইমাটি গোড়ায় দিলেই চলে সার শ্রম ও যত্ন ছাড়াই বলতে গেলে বাঁশ চাষ সম্ভব।

বাঁশ চাষীর ঠিকানা ঃ

১। মোঃ নূরুল ইসলাম, গ্রাম-কলতাপাড়া, থানা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া।
২। মোঃ জলিল, গ্রাম-কলতাপাড়া, থানা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া।

ফরিদপুর ঃ

৩। মোঃ কাসেম, গ্রাম দেওড়া, থানা ঃ ফরিদপুর সদর,